সাপ্তাহিক

মেঘনা

তৃতীয় বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ৭ মাঘ ১৩৯৩, ২১ জানুয়ারী ১৯৮৭

মস্কো গেলে গুজব ওঠে
আর বাঁচবেন না

দেশী
মডেলের
অভাব?
পণ্য
প্রচারণায়
বিদেশী
আগ্রাসন

চ্যানেল সম্রাট
রজেন দাস

এক কন্যাকে
নিয়ে পিতা
পারেন

কিং অব চ্যানেল ব্রজেন দাস

বিশ্বের সবদেশের সাঁতারুরা যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অক্লান্ত সাধনা করেন তা হলো ইংলিশ চ্যানেল বিজয় করা। বাংলাদেশের গৌরব ব্রজেন দাস ১৯৫৮ সালে এই চ্যানেল অতিক্রম করেন। এর পর ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ে তার রেকর্ড কেউ ভাংতে পারেন নি। তাই সম্প্রতি তার চ্যানেল অতিক্রমের ২৫ বছর পূর্তি অর্থাৎ রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ইংল্যাণ্ডের চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশন ব্রজেন দাসকে "কিং অব চ্যানেল" উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্রজেন দাসের এই সম্মান বাংলাদেশের সম্মান। তাই আমরা তাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ছোট্ট একটি ছেলে। তার মা থাকেন গ্রামের বাড়ীতে। বাবা থাকেন ঢাকা শহরে। ওদের গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুরে কুড়িয়া মোড়া গ্রামে। ওই ছোট্ট ছেলেটি একদিন সবার অলক্ষ্যে ছিপ নিয়ে পুকুর ঘাটে মাছ ধরতে গেছে। কিন্তু সময় কেটে যায়। হঠাৎ ছিপ হাত থেকে পানিতে পড়ে যেতে চায়। আর ও তা টান করে ধরে রাখে। এ সময় পুকুরে পড়ে যায় ছেলেটি। তবুও ছিপ ছাড়ে না সে। ছিপ ধরে চিৎকার মা-মা বলে। মা চিৎকার শুনে ঘাটে এসে নিজেই চিৎকার শুরু করে দেন। শেষে অনেক টানা টানির পর জল থেকে ওকে উপরে তুলে আনা হলো। ছিপ তখনও ওর হাতে আর ছীপের মাথায় গাঁথা ইয়া বড় এক শোল মাছ।

এ ভাবেই প্রথম জনের সাথে পরিচয় ঘটেছিল যার, তিনি আর কেউ নন তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত সাঁতারু ব্রজেন দাস। যার পরিচিতি শুধু মাত্র এ দেশেই সিমাবদ্ধ নয়। তার পরিচিতি গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে।

ব্রজেন দাসই প্রথম বাঙ্গালী সাঁতারু যিনি প্রথম প্রচেষ্টাতেই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। ফ্রান্স থেকে সাঁতার শুরু করে ডোভারে সবার আগে পৌঁছিলেন। তিনি এবং মোট ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। শেষ বার তিনি সাফল্য লাভ করেন রেকর্ড সময়ে। ১৯৬১ সালে রয়াল লাইফ সেভিং সোসাইটি তাকে সদস্য পদ দিয়ে সম্মানিত করেন।

আচার আচরণে ও চেহারায় সরল ও সাধারণ মানুষ ব্রজেন দাস। বয়স হয়েছে পঞ্চাশেরও অধিক। পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরেছেন। অনেক বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় ঘটেছে তার। কিন্তু আজও তিনি তেমনি সহজ সরল মিতভাষী ও নিস্তব্ধ।

কয়েক দিন আগে তিনি কিং অব চ্যানেল উপাধি লাভ করেন। লণ্ডনে তাকে এই খেতাবে ভূষিত করা হয়। সম্প্রতি লণ্ডন থেকে ফিরে এসেছেন ব্রজেন দাস। কিং অব চ্যানেল এক বিরল সম্মান। ব্রজেন দাস একজন কৃতি সাঁতারুই নন তিনি এক অসামান্য ব্যক্তিত্বও বটে। আর এই স্বীকৃতি তার সাক্ষ্য বহন করে। আমরা এই কিং অব চ্যানেল উপাধী পাওয়ার পর তার অনুভূতি এবং দীর্ঘ জীবন সম্পর্কে জানার জন্য কৃতি সাতারুর মুখোমুখি হই।

ব্রজেন দাস বললেন, ইংলিশ চ্যানেল নামটা শোনা ছিলো কিন্তু ও নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাতাম না। ১৯৫৬ সালের কথা। একদিন সকালে হকার বাসায় খবরের কাগজ দিয়ে গেলো। ইংরেজী কাগজ। চোখের সামনে মেলে ধরতেই চমকে উঠলাম—বড় বড় হরফে লেখা তিন লাইনের হেডিং দেয়া খবর। বিষয় এক সাতারুর

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের ব্যর্থতা। হয়তো। ঈশ্বরের আশীর্বাদেই সংবাদটি আমি দেখতে পেয়েছিলাম। এর পর বিভিন্ন সমস্যা মনে উদয় হতে শুরু করলো। যেমন এখানে কোন দলগত কোন ব্যাপার নেই। নেই কোন রাজনীতি। নেই কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ পাতিত্ব। তাই মনে মনে ঠিক করলাম চ্যানেল বিজয় করবো। এই সংবাদটি প্রথম থেকে শুনিয়ে আমার নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছিলাম তিনি হচ্ছেন মরহুম এম, এ মহসীন (সাজু ভাই)। মহসীন ভাই আমার এ অভিলাষ খুব মন দিয়ে শুনলেন এবং বসা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু পরে বললেন, "না-মিয়া-না ওসব পারবা টারবা না। 'ওইডা সমুদ্র, নদী বা নালা না। যাও যাও।"

চলে এলাম বিষণ্ণ মনে। কিন্তু আমার ঐ প্লান শোনার পর মহসীন ভাই তার খুব কাছাকাছি দু'চার জনের কাছে গিয়ে বললেন যেমন সাংবাদিক লাডু ভাই; মুছা ভাই, মোহাম্মদ আলী ভাই, শাহজান ভাই। এর পর তিনি ক'দিন পর আমাকে ডাক দিলেন বললেন. পারবা তো? পানি তো ভিষণ ঠাণ্ডা। বিদেশ. কুয়াশা। বড় বড় ঢেউ। ২২/২৩ মাইল পথ সাঁতরাইতে হইবো। আবার রাত্রেও সাঁতরাইতে হইবো। একের পর এক বলেই চললেন তিনি।

মোটামুটি মহসীন ভাইয়ের গ্রীন সিগন্যাল পাবার পর ঈশ্বরের নাম নিয়ে শুরু করে দিলাম অনুশীলন। সারাক্ষণ একই চিন্তা। একই ধ্যান ইংলিশ চ্যানেল।

বিক্রম পুরের কচিয়া মোড়া গ্রামে ব্রজেন দাসের জন্ম। বাবা হরেন্দ্র কুমার দাস। ব্রজেন ছোট বেলা থেকেই মুডি। ধীর স্থির ও জেদী প্রকৃতির। গ্রামের বাড়ী থেকে ঢাকায় চলে আসার পর ভর্তি হন জুবলী স্কুলে। শুরু হয় বিভিন্ন খেলাধুলা। ফুটবল, সাঁতার। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকে প্রথম আন্ত স্কুল সাঁতার প্রতি-যোগিতায় ব্রজেন অংশ নেয়। সেই প্রথম প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া ব্রজেন দাসের চলার পথ সুগম করে দেয়। ১৯৪৬ সালে মেট্রিক পরীক্ষা দেন।

'রেজাল্ট বের হবার আগের তিন মাস খুব ভাবতাম কিভাবে ভালো সাঁতার কাটা যায়। তখন জগন্নাথ কলেজে প্রতিবছর একটা অনুষ্ঠান হতো। নৌকা বাইচ, সাঁতার, ফুটবল। আমি সাঁতারে নাম দিলাম। কিন্তু পড়ে গেলাম মুশকিলে কষ্টিউম কোথায় পাই। বাক বড় ভাইয়ের পকেট কেটে তাও সেরে ফেললাম। ১৫/১৬জন প্রতিযোগী। সাসিই হলাম প্রথম। হৈ চৈ পড়ে গেলো। বিক্রমপুর, নারায়নগঞ্জে। এর পর যত সাঁতার প্রতিযোগিতা হলো সব কটাতেই প্রথম হয়েছি।

মেট্রিক পাশ করার পর কোলকাতা চলে গেলাম। ভর্তি হলাম বিদ্যাসাগর কলেজে। হোস্টেলে থাকি। কলেজ করি আর হেদুয়ার সেন্টাল সুইমিং ক্লাবের পুলে সাঁতার কাটি। ফুটবল খেলা বলা যায় ছেড়েই দিলাম। মাথায় চাপলো সাঁতার অনেক অনুশীলন চলতে থাকলো।'

১৯৫২ সালে একশ' মিটারে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশীপ থেকে শুরু করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যতগুলো সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়েছিলো তার সব-গুলোতেই ব্রজেন দাস প্রথম হয়েছিলেন। 'এর আগে '৫৫ সালের কথা। ঢাকায় তখন কোন সুইমিং পুল বা কোন. স্টেডিয়াম ছিলো না। বিশ্ব অলিম্পিকে যাবার আগে ঢাকায় বসবে পাকিস্তান অলিম্পিক। তদা-নীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ (ক) ধারা ছিলো। তখন সাংগঠনিক কমিটির চেয়ার-ম্যান ছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী এন. এম. খান। অলিম্পিকের জন্য স্টেডিয়াম নির্মাণের দায়িত্ব পড়ে প্রাদেশিক সরকারের সি. এণ্ড. বি'র চীফ সেক্রেটারী এম, এ. ওজাহ সাহেবের উপর।

পাকিস্তান অলিম্পিক গেমস আরম্ভ হবার ৪/৫ মাস বাকী রয়েছে। সাংগঠনিক কমিটির সভায় সাঁতার গেমসে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। কারণ একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে সাঁতারের স্বর্ণ জয় সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সাঁতার কোথায় হবে? কোন সুইমিং পুল তো নেই। এগিয়ে এলেন এন, এম খান। তিনি বললেন, সাঁতার হবে এবং পুলও হবে। তিনি বললেন 'আগার ইস্ট পাকিস্তানী পার্টি সিপেন্ট কো সেুফ সুইমিং সে গোল্ড মেডেল মিলনে কা চান্স হ্যায় তো জরুর ইয়ে সুইমিং হোনা চাহিয়ে।'

তখনই তিনি টেলিফোন তুলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিলেন 'হামকো সুইমিং পুল চাহিয়ে।' শেষ পর্যন্ত সুইমিং পুল হলো। সেই সময় পাকিস্তান অলিম্পিকে ৩টি স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলো পূর্ব পাকি-স্তান। এর মধ্যে একটি পেয়েছিলেন মেয়ে এ্যাথলেট জিন্নাত আহমেদ এবং একশ' ও চারশ' মিটার সাঁতারে আমি পেলাম দু'টি সোনা'।

১৯৫২ সালে কোলকাতা থেকে ব্রজেন দাস ঢাকায় ফিরে আসেন। ভাবলেন সাঁতার প্রতিযোগিতা সংগঠিত করবেন। বললেন

কিং অব ট্রফি দিচ্ছেন চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিঃ আর এইচ্ ক্লার্ক

মহসীন ভাইকে। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে সুইমিং প্রতিযোগিতায় যেতে হবে। মহসীন ভাই বললেন বুজেন তুমি এ দায়িত্ব নাও। ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের অধীনে আমির উদ্দিনকে আহবায়ক করে সুইমিং সেকশন গঠিত হয়। সুইমিং পুল-এ বুজেন প্রাকটিস শুরু করে দিলেন। এর পর পূর্ব পাকিস্থানে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে আটটি ইভেন্টের মধ্যে তিনি ৬টিতেই প্রথম স্থান লাভ করেন। তখন তিনি একশ' মিটারে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন।

এর পর আমির উদ্দিনকে ম্যানেজার করে সাত সদস্যের একটি সাঁতারুর দল পশ্চিম পাকিস্তানে যায়। বুজেন তখন দলীয় অধিনায়ক। বুজেন দাসকে টেকনিক্যাল কারণে প্রথম হতে দেয়া হয়নি।

স্বল্প পাল্লায় সাঁতারে তখন এদেশে আর তেমন কেউ ছিলেন না যিনি তাকে হারেল করতে পারেন। বুজেন সবগুলো প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতেন খুব সহজেই। নাম ছড়িয়ে পড়ে তৎকালীন সমগ্র পাকিস্থানে। কিন্তু এতে তিনি খুব খুশি হতে পারেন নি। কারণ তার মাথায় একটিই চিন্তা সব সময় ঘুর পাক খায়। আর তা হলো ইংলিশ চ্যানেল। পারি না পারি অংশ নিতেই হবে।

দূর পাল্লায় প্রথম

বুজেন দাস বললেন, '৫৭ সাল। শুরু হলো কঠিন অনুশীলন — নদীতে, পুকুরে, সুইমিং পুলে। জুলাই মা স প্রথম বারের মত ১২ মাইল দীর্ঘ দূর পাল্লার সাঁতার দিলাম ঢাকা স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলে। আগস্ট মাসে সাঁতার দিলাম ২৬ মাইল। এর পর ২২ শে সেপ্টেম্বর এক নাগাড়ে সাঁতার কাটি ৪৮ ঘণ্টা ঢাকা স্টেডিয়াম সুইমিং পুলে। যার দূরত্ব হয়েছিলো ৬০ মাইল।

সে দিন হাজার হাজার দর্শকে ছেয়ে গেছে সুইমিং পুল এলাকা। যেন একটি মেলা বসেছে। চারিদিকে অসংখ্য দোকান বসেছে। সারাদিন রাত মাইকে বিভিন্ন ধরণের গান বাজছে। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে ঘোষকের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল "বুজেন অহনে ২২ ঘণ্টা সাঁতরাইতাছে। ৩৫ মাইলের উপর হইয়াগ্যাছে" ইত্যাদি। অনেকে বিশ্বাস করতে না পেরে উঁকি মারছিলেন সত্যি সত্যি কি বুজেন সাঁতার কাটতাছে না কি অন্য কিছু। গভীর রাতেও অনেকে উঁকি দিতো।

বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে

সাংবাদিক ভাইরা অফিস থেকে ফেরার সময় গভীর রাতে আমাকে দেখে যেতেন। মূসা ভাই (অবজার ভার), লাডু ভাই (আজাদ), তৌফিক ভাই (অবজার ভার), আউয়াল ভাই (সংবাদ), বাচ্চু ভাই (মর্নিং নিউজ)। রাত আড়াইটার দিকে তারা এসে বলতেন, 'এখনই অফিস থেকে ফিরছি। খবর লিখে দিয়েছি।" তার পর সাংবাদিক ভাইয়েরা ঠাট্টা করে বলতেন, 'এই বাঁশ দেখছেন ? যদি আগে উঠেন তবে বাইড়াইয়া পানিতে রাইখা দিমু।'

আটচল্লিশ ঘন্টা সাঁতার কাটার কথা বাড়ীতে বলে আসিনি। তাই রাতে বাসায় না ফিরলে খোঁজ শুরু হয়ে যায়। এর পর বাবা খবর পেয়েছেন যে আমি ৪৮ ঘণ্টা সাঁতার কাটছি। মার চিন্তা দূর করতে বাবা সুইমিং পুলে এলেন। মাইকে তার আগমনের কথাও ঘোষণা করা হচ্ছিল। আমিও শুনলাম। কাছে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করলাম। ক্ষমা করতে বললাম না বলে আসার জন্য। বাবা আশীর্বাদ করলেন। দর্শকের মাঝে হর্ষধ্বনি উঠলো। পরদিন মা এলেন। তখন ৩৩/৩৪ ঘন্টা হয়ে গেছে। দীর্ঘ সময় জলে থাকার কারণে আমার শরীর সাদা হয়ে গেছে। ছেলের শরীরের এ অবস্থা দেখে মা আর সহ্য করতে পারলেন না। মায়ের চোখে ছিল অশ্রু। মা-বাবার সে আশীর্বাদ বৃথা যায়নি।

১৮৫৮ সালে মার্চ মাসে মহসীন ভাইয়ের সাথে আলাপের পর স্থির হলো নদী পথে নারায়ণগঞ্জ থেকে বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও মেঘনা নদী পাড়ি দিয়ে চাঁদপুর পর্যন্ত পৌছতে পারলে ইংলিশ প্রণালী পাড়ি দেবার জন্য মোটামুটিভাবে একটা অনুশীলন হবে। সেই সময় পাকিস্তানে সুইমিং ক্লাবিং নামে একটি কমিটি হলো। কমিটির সভাপতি হলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান।

আমেরিকার অরিগন সিটিতে তরুণদের সাঁতারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন

সাধারণ সম্পাদক এম, এ, মহসীন।

১৯৫৮ সালের ২৮ শে মার্চ। নারায়ণগঞ্জ থেকে রাত ২-১০ মিনিটে সাঁতার শুরু হলো। পর দিন বিকেল ৩-৩০ মিনিটের সময় চাঁদপুর শহরের কাছে মেঘনা নদীর অপর পারে কানুদীতে আমার সাঁতার শেষ হলো। কারণ সে দিন হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় ভীষণ আকারে শুরু হয়েছিলো। নৌকা, লঞ্চ, বা স্টীমার এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না। এই পথ অতিক্রম করতে আমার সময় লেগেছিলো সাড়ে তের ঘণ্টা। ৪৫ মাইল নদী পথে সাঁতার কাটার কথা এর আগে এদেশে কেউ ভাবতে পারেনি। সব কিছু মিলে ইংলিশ প্রণালীর যে সংশয় ছিলো তা মোটামুটি কেটে গেলো।

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের কথা

এর পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার। কমিটির চেষ্টায় টাকাও সংগ্রহ হলো। শেষে জুন মাসে মহসীন ভাইকে ম্যানেজার হিসেবে সঙ্গী করে লণ্ডনে গিয়ে পৌছলাম। পাকিস্তান

১৯৫৯ সালে পানিতে নামার আগে সুইমিং এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জে, ইউ, উড ব্রজেনের গায়ে গ্রিজ মাখাচ্ছেন।

প্রথম চ্যানেল বিজয়ীর ভাস্কর্যের সামনে

দুই চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন ও কমাণ্ডার ফোস বারগ

হাই কমিশনার আমাদের রিসিভ করলেন। পৌছলাম ডোভারে। থাকার ব্যবস্থা হলো ডোভারের এক হোটেলে। তখন পাকিস্তানের হাই কমিশনার ছিলেন জনাব একরামুল্লা। হাই কমিশনার সাহেব আমাকে বললেন 'সাথে একটা কথা বলি, তুমি ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরাবে ভালো কথা। তবে যদি মনে কর সম্ভাবনা ৫০ ভাগ তবেই জলে নেবো। কারণ বুঝতেই পারছো এর সাথে জড়িত আছে দেশের সম্মান। তখন, শুধু একটি কথাই বলেছিলাম, "৫০ নয় সেন্ট পারসেন্ট চান্স না থাকলে আমি জলে নামবো না। আর যদি জলে নামি তবে ওপারে যাবোই। না হয় জল থেকে আমার ডেড বডি আপনারা তুলে আনবেন।"

শুরু করলাম ডোভারে প্রাকটিস। ফাঁকে ফাঁকে মহসীন ভাই এবং ওখানে বসবাসরত মিহির সেনসহ আড্ডা দেই। সিনেমা দেখি। এভাবে দিন কেটে যেতে লাগলো।

একদিন ডোভারে অপেক্ষা করছি চ্যানেল সাঁতারের। আমন্ত্রণ পেলাম ইতালী ইজিপ্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার। ক্যাপরি আইল্যান্ড থেকে নেপল্‌স্‌। দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। জল ছিল উষ্ণ। এক মাস পর চ্যানেল সাঁতরাবার কথা। তাই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। আমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। সুন্দর একটি দ্বীপ। প্লেনে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। ওখান থেকে ফিরে আসতে হবে সাঁতার কেটে নেপলসে। এ্যামেচার গ্রুপে আমি সাঁতার কাটবো। একটি বোটে আমার ম্যানেজার মহসীন ভাই। বোটটি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৫ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। মাত্র আধ মাইল এগুতে পারলেই লক্ষ্য স্থান। কিন্তু হঠাৎ ষ্টিমার পাইলট আমার পথ বদলাতে বললো, সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে গিয়ে আমার দেরী হলো। তবুও দ্বিতীয় হলাম। প্রথম হলেন মিশরের সাঁতারু এ. কারকবীন।

আবার ডোভারে ফিরে অনুশীলন চলতে থাকলো এবং অনেক প্রতিক্ষিত সেই দিন এসে গেলো।

১৯৫৮ সালের ১৮ই আগস্ট। রাত তখন ১-৪৫ মিনিট। ২৩টি দেশের পাঁচ জন মহিলাসহ মোট ৩৯ জন সাঁতারু প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে সাঁতার শুরু হবে। সংকেত বাজার সাথে সাথে সব সাঁতারু সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ি। আমি ঈশ্বরের নাম এবং দেশবাসীর আশির্বাদ

ডোভারে

নেপাল সার্ক গেমসে ভারতীয় এ্যথলেট সাইনী আব্রাহামকে পদক দিচ্ছেন

রাণী এলিজাবেথের বাড়ীর সামনে

নিয়ে সাঁতার শুরু করলাম। সাঁতারের পথে অনেক অঘটন হওয়া সত্বেও পরদিন বিকেল ৪টার দিকে পৌছলাম ইংল্যাণ্ড-এর ডোভার উপকূলে পাহাড়ের পাদদেশে, যেখানে সমুদ্র শেষ হয়েছে।

আমার পাইলট বোটে সবাই আনন্দে আত্মহারা। কারণ প্রতিযোগিতায় আমিই প্রথম এশীয় যে চ্যানেল ক্রস করার গৌরব অর্জন করলেন। সমগ্র পুরুষ সাঁতারুদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ৫০০ স্টার্লিং পাউণ্ড, রৌপ্য কাপ ও প্রশংসা পত্র অর্জন করলাম। ডোভার শহরের মেয়র প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করলেন। মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন—গ্রেটা এণ্ডারসন। তিনি আমার চেয়ে ৪ ঘণ্টা আগে পৌছেছিলেন।

গোটা দেশে এবং বিশ্বের অনেক দেশে হৈ চৈ পড়ে গেলো ব্রজেন দাসের সাফল্য নিয়ে। কারণ এশিয়ার একজন বাঙ্গালী সাঁতারুর এ কৃতিত্ব কেউ অর্জন করা ছিল চাঁদ হাতে পাবার মতন।

বেটে লংকার ঝাল বেশী

সাঁতার শেষে ডোভার পাড়ে বিভিন্ন দেশের অনেক সাংবাদিকের ভিড়। সাংবাদিকদের সবাই ছবি তোলা ও ইন্টারভিউয়ের জন্য অস্থির। উল্লেখ্য যে যখন সাঁতার শুরু হয় তখন সব ফটো গ্রাফারই জাদরেল ও মহিলা সাঁতারুদের আশে পাশে ঘুর ঘুর করছিলেন। ব্রজেন দাসের ছবিও কেউ তুলতে আসেননি। কারণ হয়তো তারা ভেবে ছিলেন এই বেটে বাঙ্গালী কি করবে।

কিন্তু সাঁতার শেষে যখন ব্রজেন দাসকে জল থেকে তুলে গরম পানির মধ্যে ফেলে দেয়া হলো তখন সব সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফাররা তাকে ঘিরে ফেললেন। কিন্তু ব্রজেন দাস কাউকেই ছবি তুলতে দিবেন না। তিনি বললেন, আমি বলেছি দাখো তোমরা তো আমাকে কাউন্ট-ই করোনি। ঈশ্বরের কৃপায় আমিই প্রথম হয়েছি। কালো, বেটে এবং বাঙ্গালী বলে তোমরা পাত্তাই দাওনি কিন্তু বেটে লংকার (মরিচ) যে ঝাল বেশী তা তো প্রমাণ হয়ে গেলো!

বিশ্ব সেরা সাঁতারু

ব্রজেন দাসের সাফল্যে, ইংলিশ চ্যানেল বিষয়ে লণ্ডনের সুইমিং এসোসিয়েশনের অবৈতনিক সেক্রেটারী মি: উড ব্রজেন দাসকে

কারণ কৌশলের দিক দিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু বলে ঘোষণা করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেঃ জেঃ আজম খানের নিকট ব্রজেন দাসের সাফল্যের খবর সরকারী ভাবে প্রেরণ করে মিঃ উড একথা বলেন।

মিঃ উড সেই সময় বলেন, ১৯৫০ সালে মিশরীয় সাঁতারু আবদুর রহিম কর্তৃক সৃষ্ট সময়ের রেকর্ড ভঙ্গ করে এবং রেকর্ড সংখ্যক বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ব্রজেন দাস অপূর্ব ক্ষমতা ও বিক্রমের পরিচয় দিয়েছেন। এ খবর সেই সময় বার্তা সংস্থা এ, পি, পি, পরিবেশন করে।

রানী এলিজাবেথের অভিনন্দন

'৬১ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথ ব্রজেন দাসকে তার ব্যক্তিগত হাতে ছাপা অভিনন্দন প্রেরণ করেন। তিনি ব্রজেনকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু বলে উল্লেখ করেন।

রানী এলিজাবেথ ব্রজেন দাসের কাছে পাঠানো অভিনন্দন বার্তায় বলেন যে, আপনার দুঃসাহসিকতাপূর্ণ সাফল্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ, আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

ইংলিশ চ্যানেল

১৮৮৭ সাল থেকে ইংলিশ সাঁতারের রেওয়াজ। এর উদ্যোক্তা ছিলেন বনি বার্টলিন। সাধারণত ফ্রান্সের কেপ গ্রিস থেকে প্রতিযোগিতা সাঁতার শুরু করেন। ব্যবস্থাপক চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশন। প্রতি বছর একবার এ প্রতিযোগিতা হতো। এই প্রতিযোগিতার সাথে বিলি বার্টলিনের নাম জড়িয়ে আছে। ভদ্রলোক কানাডার মানুষ, ইংল্যাণ্ডে এসে বাস করতেন। ডোভার শহর সমুদ্র উপকূলে তিনি হোটেল ব্যবসা করতেন। অনেকের ধারণা বার্টলিন চ্যানেল সাঁতার সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন ওই ব্যবসার জন্যই। ইংলিশ প্রণালী সাঁতার প্রতিযোগিতা ২১ মাইল পথ। কিন্তু জোয়ার ভাটায় অনেক সময় ৩২/৪০ মাইল লেগে যায়। এই ইংলিশ চ্যানেল প্রতিযোগিতার প্রথম নাম ছিলো বার্টলিন চ্যানেল ক্রসিং কম্পিটিশন। প্রতিযোগিতার স্থান ইংল্যাণ্ডের ডোভার উপকূল থেকে ফ্রান্স-এর ক্যালে উপকূল পর্যন্ত।

ব্রজেন দাস প্রথম প্রচেষ্টায় সফল হবার পর চার বার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে পার হয়েছেন। ১৯৫৯ সালে দু'বার তিনি চেষ্টা করেন। প্রথম বার ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ড। দ্বিতীয় বার ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স দু'বার সফল হলেন। প্রথমবার প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হলেন। দ্বিতীয়বার নিজের ব্যবস্থা। '৬০ সালে প্রতিযোগিতা হয়নি। '৬১ সালে তিনি আবার চ্যানেল পার হলেন। কিন্তু

এক নজরে ব্রজেন দাস

নাম : ব্রজেন দাস।
জন্ম : ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩১ সাল।
জন্ম : কুচিয়া মোড়া গ্রাম, বিক্রমপুর।
বাবা : হরেন্দ্র কুমার দাস।
বিয়ে করেছেন : ১৯৬৫ সালে।
স্ত্রীর নাম : ছন্দা দাস।
ছেলে মেয়ে : ১ ছেলে, ১ মেয়ে
(সঙ্গীতা দাস ও সৌমজিৎ দাস)
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : বাবা-মা।
সঙ্গীত : ক্লাসিক্যাল।
শিল্পী : নাগিস পারভিন, শাম্মী আখতার।
প্রিয় টি ভি সিরিজ : নাইট রাইডার
অভিনেতা : তারিক আনাম, আসাদুজ্জামান নূর, আফজাল হোসেন আল মামুন।
অভিনেত্রী : ফেরদৌসী মজুমদার ও ডলি জহুর।

পানীয় : দুধ
রং : আসমানী
খাবার : সবজী
প্রিয় সাঁতারু : যে ভালো সাঁতার কাটবে
সেরা সাঁতারু : জন উইস মুলার
প্রিয় খেলা : সাঁতার কাটা
প্রিয় খেলোয়াড় : ম্যারাডোনা।

এবারেও তার সাধ মিটলো না।

ব্রজেন দাস বললেন ইংলিশ চ্যানেল জয় এক অদ্ভুত কাহিনী। বেশকিছু ক্ষণ সাঁতার কাটার পর দেখি সব অন্ধকার। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মাঝামাঝি সময়। এই সময়টা প্রতিযোগিতার জন্য ভালো সময়। রাতও বুঝি শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু কিছু দেখতে পারছি না। দিক দিশে কুয়াশা। মাঝে কিছু সময় চোখ বন্ধ করে সাঁতার কেটেছি। বুঝতে পারছি প্রচণ্ড স্রোতে একেবারে দিশে হারা। আমার চিৎকার করছি মহসীন ভাই বলে। কুয়াশা কেটে গেলে দেখতে পেলাম পাহাড়-কূল। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চললাম। একটা প্রচণ্ড ঢেউ আমাকে ঠেলে দিলো। আমি ক্লিপটা ছুঁয়ে দিলাম। আমার স্বপ্ন সফল হলো। সাথে সাথে শুকনো তোয়ালে দিয়ে আমাকে মুড়িয়ে হোটেলে এনে গরম জলের মধ্যে ছেড়ে দিলো।

ব্রজেন দাস আজ এক উপাখ্যান। সাঁতারের রাজা। বিশ্ব সাঁতারের ইতিহাস ব্রজেন দাস। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার তাকে প্রাইড অব পারফরমেন্স উপাধি দেয়। ১৯৭৫ সালে জাতীয় সম্মান দেন বাংলাদেশ সরকার।

রানীর সাথে ব্রজেন

১৯৬১ সালে রয়েল লাইফ সেভিং সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশন লণ্ডনে। রানী এলিজাবেথ অধিবেশনের উদ্বোধন করবেন। ওখানে লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনের সাথে পরিচয় হয় ব্রজেন দাসের। তিনিই রানীর সাথে ব্রজেনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ব্রজেন বললেন, আমার পরিচয় পাবার পর রানী বোধ হয় বিশ্বাস করলেন। তাঁর মুখে একটু হাসির ছটা। আমার খুব ভালো লাগছে না। একটা সোফায় গিয়ে বসে থাকলাম। পাশে প্রিন্স ফিলিপস।

পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শুনলাম ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত লেগেছে। এক পর্যায়ে প্রিন্স ফিলিপস বললেন, "যাও তোমায় রানী ডাকছে।" রানী ডাকছেন? আমার ইচ্ছে না থাকলেও গুটি গুটি করে গিয়ে রানীর সামনে দাঁড়ালাম। পাশে মাউন্ট ব্যাটেন। বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন "তুমি চার বার চ্যানেল সাঁতরে পার হয়েছো? হ্যাঁ চার বার। আবারও চেষ্টা করবো। কিন্তু কেন? প্রশ্ন করলেন রানী। উত্তরে বললাম, সাঁতার কেটে অনেকে তো চ্যানেল পার হয়েছে আমি চাইছি রেকর্ড গড়তে।

কিং অব চ্যানেল

খ্যাতনামা সাঁতারু ব্রজেন দাস সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশন (সিএসএ)-র কাছ থেকে কিং অব চ্যানেল

ট্রফি লাভ করেন। ইংলিশ চ্যানেলে তার ২৫ বছর পূর্তি রজত জয়ন্তী পূর্ণ উপলক্ষ্যে সিসিসি তাকে ইংল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ জানিয়ে এ উপাধি দেন।

'৬০ সাল থেকে '৭৪ সাল পর্যন্ত ব্রজেন দাসের তৈরী রেকর্ড কেউ ভাংতে না পারায় তাকে এ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

ব্রজেন দাস কিং অব চ্যানেল উপাধি লাভ সম্পর্কে বললেন একটাই সান্ত্বনা যে এতো দিন পরেও তারা আমাকে মনে রেখেছে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ আজও অনেকেই এই ব্রজেন দাসের কৃতিত্বের সঠিক মূল্যায়ন করতে চান না। অনেকে ইর্ষা করেন। তবে সাধারণ মানুষের কাছে আমি প্রচুর ভালোবাসা এখনও পাই। বললেন তিনি।

ব্রজেন দাসের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি বললেন, আমাদের দেশে বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানের কোন সাঁতারুই নেই। ছিলো মোশারফ কিন্তু ওর তখন বয়স হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক মানের সাঁতারু সৃষ্টি করতে হলে নিজেদের সাথে সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে।

পশ্চিম বাংলার জংগীপুর থেকে বহরমপুর পর্যন্ত ৭৫ কিলোমিটার সাঁতারে—বাঁ থেকে রওশন আলী, ব্রজেন দাস, মোশারফ হোসেন ও আবদুল কাদের।

উৎসাহীদের প্রতি উপদেশ

বর্তমান সাঁতারে ভালো সাঁতারু তৈরী না হবার কারণ রয়েছে যথেষ্ট। একজন দক্ষ সাঁতারু হতে হলে তাকে অবশ্যই সৎ জীবন যাপন করতে হবে। সিসটেমেটিক ট্রেনিং নিতে হবে। ভেজাল খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, সাবধানের সাথে।

তিনি বললেন, অমোদের আরো আধুনিক সরঞ্জাম দরকার আছে। ট্রেনারের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য দরকার অভিজ্ঞ ট্রেনার।

শরীরের ট্রেস দেখার যন্ত্রপাতি নেই। তাও দরকার। কম্পিউটার প্রয়োজন যা দিয়ে একজনের শরীরে ভালোমন্দ যাচাই করা যাবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এসব সরঞ্জাম হবে না ততোক্ষণ পর্যন্ত ভালো সাঁতার আশা করা যায় না। একজন আন্তর্জাতিক মানের সাঁতারু পেতে হলে অবশ্যই টানা ৫/৬ বছর অনুশীলন করা দরকার।

ব্রজেন দাসের বড় ভাই ধীরেন দাসও একজন সাঁতারু ছিলেন। ব্রজেনের স্ত্রী ছন্দা দাস একজন ভালো ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত শিল্পী। তিনি ওস্তাদ নাজাকত আলী ও সালামত আলীর কাছ থেকে সঙ্গীতে তালিম নিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, আমাদের এখানে গ্রামে গ্রামে সাঁতারের ক্যাম্প করা দরকার। তাহলে কয়েক হাজার সাঁতারু তৈরী হবে। তিনি বললেন, কি করে ভালো সাঁতারু তৈরী হবে তার জন্য আমার একটি ব্লু প্রিন্ট আছে। এটা বাস্তবায়নের বহু চেষ্টা করেছি কেউ শোনেনি। তার মতে অণ্ডার ডেভলপমেন্ট কান্ট্রিতে সাঁতারু তৈরীর দায়িত্ব ফেডারেশনের।

এক পর্যায়ে প্রশ্ন করে জানলাম প্রথম বার ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ের পুরস্কার হিসেবে তিনি যে অর্থ পেয়েছিলেন তা দিয়ে একটি "হিলম্যান" গাড়ী কিনেছিলেন। সেই সময় পাকিস্তানের হাই কমিশনার এ গাড়ি কেনার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ব্রজেন দাস ১৯৭২ সাল থেকে টানা ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে অজ্ঞাত কারণে তাকে শুধু মাত্র সদস্য পদ দিয়ে রাখা হয়েছে।

সবশেষে বলতে হয় এতো অল্প পরিসরে ব্রজেন দাসের আলোচনা করা সম্ভব নয়। ব্রজেন দাস একটি ইতিহাস। একটি গ্রন্থ। তবুও আমাদের এই প্রয়াস পাঠকদের আকৃষ্ট করবে এই প্রত্যাশা।

মকফুবার রহমান সুইট

গাফ গেমস নেপালে : মন্ত্রী শফিকুল গণি স্বপনের সাথে।

সাপ্তাহিক

মেঘনা

তৃতীয় বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ৭ মাঘ ১৩৯৩, ২১ জানুয়ারী ১৯৮৭

সম্পাদকের কথা

আসছে ২৪ শে জানুয়ারী বর্তমান জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন।

এই অধিবেশনে সকল বিরোধীদল ও জোট যোগদান করবেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। এর আগের দুটি অধিবেশন অধিকাংশ বিরোধীদল বয়কট করেছিলেন।

এই অধিবেশনের সম্ভাব্য কর্মসূচীর ওপর আলোকপাত করে একটা প্রতিবেদন বর্তমান সংখ্যায় রয়েছে।

বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী রচনা করা হয়েছে পথ্য প্রচারণায় বিদেশে নির্মিত বিজ্ঞাপনচিত্রের ভূমিকা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ককে কেন্দ্র করে। প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট সকলের বক্তব্য উপস্থাপন করার প্রয়াস রয়েছে। পথ্যকে জনপ্রিয় করার জন্য চিত্র বিজ্ঞাপনের ভূমিকাকে ছোট করে না দেখে, চিত্রবিজ্ঞাপনকে দেশের সংস্কৃতির সাথে সংগতি সম্পন্ন করা যায় কিনা, দেশে তৈরী বিজ্ঞাপন চিত্রের মান উন্নয়ন করা যায় কিনা এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের কাছে।

মুজিব হত্যা প্রসঙ্গে শীর্ষক ধারাবাহিক প্রতিবেদনের বর্তমান পর্যায়ে প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও সংসদ সদস্য নুরে আলম সিদ্দিকীর সাক্ষাতকার পত্রস্থ হল।

এই সংখ্যাতে বিশেষ কারণে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের আত্মচরিত স্মৃতির সৈকতে ছাপা গেল না। আগামী সপ্তাহ থেকে আবার ছাপা শুরু হবে। এছাড়াও মেঘনার নিয়মিত বিভাগে রয়েছে অনেকগুলি আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য লেখা।

অন্যান্য পাতায়

চিঠিপত্র—৫, প্রবাহ—৮, সংসদ অধিবেশন—১২, বাস ভাড়া বৃদ্ধি—১৪, পথ্য প্রচারণার আগ্রাসন—১৬, মুজিব হত্যা প্রসঙ্গ—২৪, ধর্ম ও জীবন—২৭, গল্প—২৮, কবিতা—৩৪, ক্যাম্পাস—৩৫, শিল্প-সংস্কৃতি—৩৬, রঙ্গ-রস—৩৮, টেলিভিশন—৩৯, খেলাধুলা—৪২, সিনেমা—৫২, বিদেশী সিনেমা—৫৭, মেঘনা কুইজ—৬১, বাণিজ্য—৬৪,

সম্পাদক
মোস্তফা আমীর ফয়সল

প্রধান প্রতিবেদক
সৈয়দ সিরাজুল কবীর

সহ- সম্পাদক
এম, বি, আর, জোয়ার্দার

স্টাফ রিপোর্টার
শরাফুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
খন্দকার আমিনুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
জাহিদ হোসেন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আব্দুল খালেক

মোস্তফা আমীর ফয়সল কর্তৃক হেরাল্ড প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ৫৫, ইনার সার্কুলার রোড, শান্তিনগর, ঢাকা—১৭ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৪০৪৯৮৩

মূল্য : ৬ টাকা